যুগান্তর

MAR 21 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবি ক্যাম্পাস : রাতের চিত্র এখন আলাদা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের রাতের চিত্র পাল্টাতে শুরু করেছে। তরুণ-তরুণীর অবাধ প্রেম নিবেদনে বাদ সেধেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বহিরাগত তরুণ-তরুণীরা ক্যাম্পাসকে আর প্রেমকুঞ্জ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ছাত্রছাত্রীদের বেলাতেও

ঢাবি : রাতের চিত্র

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার রাত থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী যৌথভাবে শুরু করেছে ক্যাম্পাসের পরিবেশ রক্ষার অভিযান। মল চত্বর, কলাভবন, লাইব্রেরি চত্বর, মসজিদ চত্বর, নজরুলের মাজার এলাকা, টিএসসি, ফুলার রোড, শিববাড়ি মোড় প্রভৃতি এলাকা থেকে বহিরাগত যুবক-যুবতীদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য কর্তৃপক্ষের নোটিশের কারণে ওই রাতে বহিরাগত জুটির উপস্থিতি কম ছিল। এখন থেকে সহকারী প্রক্টরদের নিয়ে গঠিত তিনটি টিম নিয়মিতভাবে এসব এলাকা পরিদর্শন করবে। সঙ্গে থাকবে পুলিশ। কোন বহিরাগত যুবক-যুবতীকে পেলে পুলিশে সোপর্দ করা হবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আপত্তিকর অবস্থায় পেলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার বেলায় নয় নেশাখোরদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দীর্ঘদিন ধরে রাতের আঁধার নামতেই ক্যাম্পাস পরিণত হয় প্রেমকুঞ্জে। তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামেশা ক্যাম্পাসকে কলুষিত করে। এসব দৃশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা বিব্রত হন। অনেক সময় বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। এদের বেশির ভাগই বহিরাগত। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, কলাভবনের নিচের তলায় এবং লাইব্রেরির পাশে লোহার গ্রিল স্থাপন করে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। পরিদর্শন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তা থেমে যায়। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় তরুণ-তরুণীদের আনাগোনা বৃদ্ধি পায়। আর মাদক সেবকদের আড্ডা তো আছেই। ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী এলাকায় একাধিক মাদকদ্রব্য বিক্রির স্পট থাকায় মাদকাসক্তরা ক্যাম্পাসকেই মাদক সেবনের নিরাপদ আস্তানা হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। এ ব্যাপারে প্রক্টর নজরুল ইসলাম বলেছেন, আমরা প্রেমের বিপক্ষে নই। এরশাদ যেখানে ৭৪ বছর বয়সেও প্রেম করে সেখানে ১৮/২০ বছরের ছাত্রছাত্রীদের প্রেম করতে নিষেধ করতে পারি না। আমাদের প্রত্যাশা তারা যেন সামাজিক বিপত্তি সৃষ্টি না করে।